AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 03.08.2024 Time: 7.35 A.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর - মোড়গ্রাম সহ ৮-টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় হাইস্পিড সড়ক করিডর প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

২) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন ঝাড়খন্ড এলাকায় নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন নদীতে জলস্ফীতির দরুণ বন্যা মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাষের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার জেলা শাসকদের সবধরনের ব্যবস্থা নিতে বলেছে।

৩) হাওড়ার সালকিয়ায় বৃষ্টির মধ্যে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক তরুণের মৃত্যু।

৪) উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে গিয়ে পাঁচ কর্মী বিদ্যুৎপৃষ্টি হয়েছেন।

৫) দেশে অতিরিক্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মেলার রাজ্যগুলির পরিস্থিতির পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব গতকাল এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন।

এদিকে, কলকাতা পুরসভা এলাকায় এবছর ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেকটাই কম বলে পুরসভা সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর - মোড়গ্রাম সহ ৮ টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় হাইস্পিড সড়ক করিডর প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ৯ হাজার ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণে মোট খরচ পড়বে ৫০ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বলেন, নতুন এই সড়ক করিডরগুলি যান জট কমিয়ে দেশে যোগাযোগ ব্যাবস্থা আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে

উল্লেখ্য এই সড়ক প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে চার লেনের খড়গপুর মোঃরগ্রাম জাতীয় হাই স্পিড করিডর।

পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর ও মূর্শিদাবাদের সাগরদিঘির মোড়গ্রামের মধ্যে ২ ৩১ কিলোমিটারের চার লেনের ওই হাইস্পিড করিডর, হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডে নির্মাণ করা হবে, এ জন্যে খরচ পড়বে ১০ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। এই সড়ক হবে পুরোপুরি অ্যাকসেস কন্ট্রোল অর্থাৎ রাস্তার পাশ থেকে কোন গাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ার সুযোগ থাকবে না।

বর্তমানে খড়গপুর ও মোড়গ্রামের মধ্যে যে ২ লেনের জাতীয় সড়ক রয়েছে তা চার লেনে করা হলে গাড়ি চলাচল বাড়বে পাঁচগুণ।

মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের পর সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি জানান, পণ্য পরিবহণকারী ট্রাকে এখন ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে এখন ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা সময় লাগে।এই হাইস্পিড করিডোর হলে তা কমে দাঁড়াবে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা।

এরফলে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগীল জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হগে। লাভবান হবে বস্ত্রশিল্প ও মৎস্য

চাষ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক যোগাযোগও এরফলে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

টাস্ক ফোর্স, পুলিশ সহ অন্যান্য বিভাগের নিয়মিত নজরদারির জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন খোলা বাজারে সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

বিধানসভায় গতকাল নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের আনা এক মুলতুবি প্রস্তাবের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষণে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এই ধরনের সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬০০টি সুফল বাংলা স্টল খোলা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার পেট্রোপণ্য ও সারের দাম বৃদ্ধি করায় জিনিসপত্রের দাম নাগাল এর বাইরে চলে গিয়েছে বলে তিনি জানান।

আলোচনার শুরুতে মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ করে বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতো অভিযোগ করেন যে, রাজ্য সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সাধারণের উপরে বাড়তি বোঝা চাপিয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আলোচনা শেষে দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলে বিজেপি পরিষদীয় দল অধিবেশন বয়কট করে। পরে তারা বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভে সামিল হন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আলু নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। প্রতীকিভাবে ১০ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেন, টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আলু সহ বিভিন্ন

সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি চালাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা’ সত্বেও দাম কমেনি।

oooooooooooooooooooooooo

রাজ্য সরকার বিভিন্ন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে পাঠরত শিশুদের আর্টিজেম রোগ নির্ণয়ের জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। নারী, শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা গতকাল বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এখনো পর্যন্ত ৪৯ লক্ষের বেশি শিশুদের উপরে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সন্দেহজনক হওয়ায় তার মধ্যে পাঁচ হাজার ৮৪০ টি শিশুকে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সব কিছু পরীক্ষা করে ১৭৬ টি শিশুর অর্টিজেম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। এ ছাড়া ৪৭৬ টি শিশু অন্য রোগে আক্রান্ত।

oooooooooooooooooooooooo

রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ২হাজার ৬০০ টি হোম স্টে রয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গতকাল বিধানসভায় বলেন ২০১৬ সালে রাজ্যে, মূলত উত্তরবঙ্গে ২০০ টি হোম স্টে ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৬০০ ।

হোমস্টে ও পর্যটন নীতি সহ বিভিন্ন ইনসেন্টিভ স্কিমের জন্যই হোম স্টে র প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে বলে তিনি জানান।

oooooooooooooooooooooo

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট নিম্নচাপটি ক্রমশঃ পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের বিকানির থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সাগরদ্বীপের ওপর দিয়ে উত্তর–পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। একইসঙ্গে উত্তর রাজস্থান থেকে দক্ষিণ আসাম পর্যন্ত আরো একটি অক্ষরেখা,

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড ও হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিশেষভাবে সক্রিয়। ফলে বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের আজ ও সাগরে পাড়ি না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও মঙ্গলবার পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।আজ ও আগামীকাল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকছে। তবে, সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে।

একটানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের জনজীবনও বিপর্যস্ত। তিস্তা, জলঢাকা, সঙ্কোশ ও তোর্সা **নদীতে জলস্ফীতি** দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির অনেক জায়গাই এর ফলে জলমগ্ন। দেখা দিয়েছে বন্যার মতো পরিস্থিতি। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক সংযোগকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ। লাভা অথবা দার্জিলিং রুটে গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিস্তা বাজারের কাছে রবিখোলায় ধস নামায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যহত। দার্জিলিং-এর পাহাড়ী এলাকায় অনেক জায়গাই নিষ্প্রদীপ। ব্যহত ইন্টারনেট পরিষেবা’ও।

oooooooooooooooooooooooo

ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে দুর্যোগ অব্যাহত। আমাদের জেলা সংবাদদাতা জানাচ্ছেন –

(ভয়েসকাস্ট - গৌতম)

[গতকাল দিনভর দফায় দফায় ভারী বৃষ্টির জেরে নাকাল হতে হয় বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যে জলমগ্ন জেলার নীচু এলাকা। নামখানা, কাকদ্বীপ এলাকায় বাড়ির মধ্যে জল

ঢুকেছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে দমকা বাতাস বইছে। সুন্দরবন উপকূলে ঝড়ের দাপট বেশী। এরফলে নদী ও সমুদ্র উত্তাল । সুন্দরবনের বেশ কিছু ফেরি পরিষেবা বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। মোটর বোট ও লঞ্চে যাত্রী পরিবহনে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে লঞ্চ ও মোটর বোট চালকদের সতর্ক করা হয়েছে।

এরই মধ্যে আগামীকাল শুরু হচ্ছে অমাবস্যার কটাল। কাল থেকে নদী, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনের অসংখ্য মাটির বাঁধের বেহাল অবস্থা। এই দুর্যোগ চলতে থাকলে আবারও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে সুন্দরবন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আজ বৈঠক ডাকা হয়েছে । সেই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন জেলাশাসক। বিপর্যয় মোকাবিলায় যুক্ত সব দপ্তরের আধিকারিকরাও যোগ দেবেন ওই বৈঠকে। প্রতিটি ব্লকে ত্রাণ মজুত রাখতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ তুলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।]

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

পূর্ব বর্ধমান জেলায় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাটোয়া, মঙ্গলকোট বর্ধমান, ভাতার আউসগ্রাম, মেমারি, রায়না, জামালপুর সহ মোট ১২ টি ব্লক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বর্ধমান ও গুসরা পুরসভার ১৫ টি ওয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্থ। বৃষ্টিতে জেলায় ৭২ টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪১০ টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন ।৩৮ নং ওয়ার্ডের রাতুরিয়ায় বাড়ি ভেঙ্গে জখম হয়েছেম দুজন। তাদের দুর্গাপুর মহকুমা হাডপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্ডালের একাধিক জায়গায় ধস দেখা দিয়েছে। কাজোরা এলাকার খাস কাজোরা কোলিয়ারির ১০ নং পিটের পিছনে বেশ কিছু জায়গা ও অন্ডাল গ্রামের মারোয়ারি কুটি এলাকায় ভয়াবহ ধস দেখা দিয়েছে।

কাজোরা গ্রাম রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষে বাফার লাইনের ধারে কিছুটা জায়গায় ধস দেখা যায়।দুর্গাপুর নগর নিগমের রাতুরিয়া অঙ্গতপুর কাদারোড সিটি শ্রীনগর পল্লীসহ বিভিন্ন এলাকার বাড়িতে বাড়িতে জল ঢুকেছে রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছে। দুর্গাপুরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেনগেট এলাকায় তামলা নালা উপচে কয়েকশো বাড়িতে জল ঢুকেছে। পুরসভার পক্ষ থেকে দুটি স্পিডবোর্ড নামিয়ে নামানো হয় উদ্ধার কাজের জন্য জলবন্দি মানুষ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়।

দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে বাঁকুড়া জেলার প্রায় সবকটি নদীতেই জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। শহর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদীর মীনাপুর সেতু জলের তলায়, ফলে চরম সমস্যায় নদী তীরবর্ত্তী বাঁশি, আড়ালবাঁশি, ধলডাঙ্গা, জগদল্লা এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। অন্যদিকে একই ছবি দ্বারকেশ্বর নদীর ভাদুল সেতুতেও। সেতুর উপর দিয়ে বইছে জল। ফলে ওন্দা ব্লক এলাকার অন্তত ১৫ টি গ্রামের সঙ্গে বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।।

পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টিতে কয়েকটি কাঁচা বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডে তিন থেকে চারটি ঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৫ টি পরিবার কে ত্রিপল দেওয়া হয়। তবে এই বৃষ্টি জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি কিছুটা কমাবে বলে মনে করছে কৃষি দফতর।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের তরণীপুর এলাকায় ৩০ সেকেন্ডের ঝড়ের দাপটে গোটা এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে গতকাল সন্ধে নাগাদ আচমকা এই টর্নেডো আছড়ে পড়ে। ৩০-টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। ৫০ বিঘা চাষের

জমিতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুর্গত পরিবারগুলি খোলা আকাশের নিচে রাতকাটায়। পুলিশ ও বিডিও অফিসের কর্মীরা ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে।

oooooooooooooooooooooo

নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকায় সাধারণের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। জমা জল সরাতে পাম্প ব্যবহার করার পাশাপাশি কোথাও যেন বিদ্যুতের তার জলের মধ্যে পড়ে না থাকে তার প্রতি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্বল নদী বাঁধ গুলির ওপরেও নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখার পাশাপাশি বিপদজনক এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন কে প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

oooooooooooooooooooooo

হাওড়ার সালকিয়ায় বৃষ্টির মধ্যে ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক তরুনীর মৃত্যু হয়েছে। বাঁধাঘাটের তাঁতী পাড়ায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবার সময় বাবার চোখের সামনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বছর ২২ এর পূরবী দাশ। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে বাবাও অল্পবিস্তর তড়িদাহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, জমা জলে নয়, হাতের ছাতা কোনোভাবে তারের সংস্পর্শে আসার কারণেই এই বিপত্তি। পূরবীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষনা করেন। বাবার দোকানের সামনেই জমে ছিল জল।

oooooooooooooooooooooo

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির দোমোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাঁসিহারা গ্রামে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎ দফতরের পাঁচকর্মী বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, করণদিঘিতে ঝড়ের তান্ডবে গাছপালাল ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে। তারও ছিঁড়ে যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয় দোমোহনা গ্রামপঞ্চায়েত বিস্তীর্ণ

এলাকাজুড়ে। গতকাল খুঁটি পুতে তারের সংযোগ করার সময় ওই পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাদের প্রথমে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জখম গুরুতর হওয়ায় সেখানে থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

ooooooooooooooooooo

দেশে অতিরিক্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মেলা রাজ্যগুলির পরিস্থিতি পর্যালোচনা, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব অপূর্ব চন্দ্র এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। গতকাল এই বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হার ১৯৯৬ সালের তিন দশমিক তিন শতাংশ থেকে কমে ২০২৩ সালে দশমিক ১/৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কার্যকর ভাবে সহযোগিতার প্রয়োজন বলে তিনি জোর দিয়ে জানান। সময়মতো সংক্রমন ছড়িয়ে পড়া আটকাতে রাজ্য এবং পুরসভাগুলিকে সদাসতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শ্রী চন্দ্র। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে রোগের হটস্পট চিহ্নিত করা, নজরদারী বাড়ানো এবং আক্রান্তদের জিও ট্যাগিং করার কথাও বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৈঠকে আবাস ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিরা ছাড়াও অতিরিক্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মেলা ৯ টি রাজ্য – গুজরাত, দিল্লী, রাজস্থান, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, তামিলনাডু, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সচিব ও প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ এবং মুম্বাই সহ ১৮ টি পুরনিগমের আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি যোগ দেন। দেশে সবথেকে বেশী ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাডু এবং মহারাষ্ট্র থেকে।

oooooooooooooooooooooo

কলকাতা পুরসভা এলাকায় এ বছর ডেঙ্গু - ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা গতবছরের এ সময়ের তুলনায় অনেকটাই কম বলে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন । পুর ভবনে গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি

বলেন , গত বছরের তুলনায় কলকাতা পুর এলাকায় এ বছর ৫৩ শতাংশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা কম। এ বছর ২৮ শে জুলাই পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯৩ জন, যা গত বছর এই সময়ে ছিল ২ হাজার ৩৩৮। ।

অন্যদিকে এবছর ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০ শতাংশ কমেছে বলে ও অতীন বাবু জানান। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন ডেঙ্গুতে যেখানে গতবছর ২৮ শে জুলাই পর্যন্ত ৩৪১ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল, এ বছর ওই সময় তা কমে হয়েছে ২০৪। । মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেশ কিছুটা বাড়লেও মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এই জন সচেতনতা আরো বেশি প্রয়োজন বলে ও তিনি জানান।

অতীন বাবু আরও বলেন কলকাতা পুর সভার সমস্ত বিভাগকে নিয়ে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার কাজ চলছে। কলকাতা পুর এলাকায় ফাঁকা জমি, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বাড়ি, ও বন্ধ কলকারখানা মশার আতুর ঘর হিসেবে পরিণত হয়। ওই সব এলাকায় মশা বাহিত রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। এর মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও বিধি নিষেধ তৈরি করেছে। মশার লার্ভা নাশক স্প্রে করা করার কাজ চলছে কার্যত সারা বছর ধরেই। প্রয়োজনে ড্রোনের সাহায্যেও লার্ভা নাশক স্প্রে করার কাজ চলবে। মশা বাহিত রোগের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি নিয়ে বেশ কিছু সরকারি সংস্থা, আবাসন কে নোটিশ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যারা এই নোটিশ অগ্রাহ্য করছেন সেক্ষেত্রে পুরসভার পক্ষ থেকে জরিমানাও করা হয়েছে বলে অতীন বাবু জানিয়েছেন।

oooooooooooooooooooooooooo